জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

অভিনব পদ্য গ্রন্থ

শ্রী গোবিন্দচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক
প্রণীত।

সাং জেজুর।

কলিকাতা

ব্রাহ্ম-সমাজের যন্ত্রে মুদ্রিত।

আশ্বিন ১৭৮৪ শক।

মূল্য চারি আনা মাত্র।

জয়নগর-গিরি* শিখরোপরি ভ্রমণ।

পূর্ব্ব-দিক্ পরিহরি ক্রমে প্রভাকর,
পশ্চিমে প্রস্থান করে, তেজ-হীন কর।
সুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ বহে,
উত্তাপ প্রতাপ আর কত ক্ষণ রহে?
সন্তপ্ত ধরণী ক্রমে ধরে শান্ত বেশ,
প্রহরেক মাত্র আছে দিবা অবশেষ।

হেন কালে আমি আদি বন্ধু তিন জন,
চলিলাম "গিরি" পরে করিতে ভ্রমণ,

---

* লক্ষ্মী-সরাই-ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণ।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

সঙ্গেতে চলিল মাত্র ভৃত্য এক জন,
পুলকে সবার অতি প্রফুল্লিত মন।
গ্রামের পার্শে গিরি দক্ষিণ দিকেতে,
অর্দ্ধ ক্রোশ উচ্চ নয়, অতি নিকটেতে
সুচারু হরিৎ বর্ণ প্রান্তরের মাঝ,
স্বভাবে সাজিয়া গিরি করিছে বিরাজ।

অল্পক্ষণে আসিলাম গিরিবর তলে,
দেখিয়া গিরির শোভা, মোহিত সকলে।
এক বারে শান্তি-রস বিস্ময়ে মিশ্রিয়া,
হরিল মানস* বলে, হৃদয়ে পশিয়া।

একমনে এক দৃষ্টে "গিরি" দৃষ্টি করি
আনন্দে অধীর হয়ে আপনা পাসরি!

---

* লক্ষ্মী-সরাই-ষ্টেসনের নিকট।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

ন্যূনাধিক সার্দ্ধ ক্রোশ দীর্ঘ গিরিবর,
উচ্চতা অধিক নয়, অল্প পরিসর।
পশ্চিম পূর্ব্বেতে সারি, কিবা শোভা পায়!
অতি ক্ষুদ্র "গিরিনদী," ঘুরে ঘুরে যায়।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন-বৃক্ষ ক্রমে সারি সারি
উঠিছে অচল-কোলে, আহা, বলিহারি!
ঘন বন-পত্রে ঢাকা কোন কোন স্থান,
কোথায় কেবল শোভে বন্ধুর পাষাণ,
শ্বেত-ময়, কিবা শোভা! রজতের আভা,
কি দিব তুলনা! ভাবে নাহি যায় ভাবা।
কোথা ভগ্ন-শিলা-খণ্ড পড়ে পড়ে প্রায়,
মূলে বান্ধি বৃক্ষ ধরে রাখিয়াছে তায়,
পরস্পর সাহায্যেতে পরস্পরে তরে,
এ উহারে ধরে ভাই, ও ইহারে ধরে।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ

স্তম্ভ মত দন্ত করে কতেক প্রস্তর,
দাঁড়াইয়া রহে যেন ধরিয়া ভূধর।

ভয়ঙ্কর শোভা অতি দেখিয়া বিস্ময়,
শিহরে শরীর, পূরে পুলকে হৃদয়।
হেন সাধ্য নাহি আর ঊর্দ্ধপানে চাই,
অধোভাগ নিরীক্ষিয়া, ভ্রমিয়া বেড়াই।
নানা জাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ বহুতর,
শোভিছে অচল-তলে, দেখিতে সুন্দর।
পতিত প্রস্তর-খণ্ড, স্থানে স্থানে কত,
ঘেরিয়াছে চারি ধারে কাঁটা গাছ যত,
অনেক যতনে তবু রাখিতে নারিয়া,
পতিত হইল দেখে, কান্দিছে বেড়িয়া।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

সম্মুখেতে গিরিনদী প্রণালী মর্দ্দন,
বন-পত্রে প্রায় সে সম্পূর্ণ আচ্ছাদন।
দুই ধারে শোভিছে প্রস্তর থরেথর,
স্বভাবের "গঙ্গাগিরি" পরম সুন্দর।

ক্রমে ক্রমে সমুদয় দেখিয়া দেখিয়া,
"উপত্যকা" উপরেতে উঠিলাম গিয়া।
মরি কি তাহার শোভা! কহিতে অপার,
স্থানে স্থানে,রাশি রাশি,শিলা স্তূপাকার,
তীক্ষ্ণ অস্ত্র.কোলে কোলে,শোভে সারি২,
সংগ্রামে সাজিয়া যেন সেনা অস্ত্রধারী।
দুই ধারে দুই গিরি, মধ্য পরিসর,
তৃণ, পত্রে আচ্ছাদিত, অতি মনোহর,

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

অনুপম শোভা রাশি, বর্ণনা কি হয়!
নিরন্তর মন্দ মন্দ সমীরণ বয়,
নানাবিধ বিহঙ্গম কলরব করে,
গো, মেষ, মহিষ, ছাগ, পালে পালে চরে
অতি রমণীয় স্থান, শান্তির নিলয়,
স্বভাবে সুন্দর শোভা, তুলনা না হয়।
স্বভাবে মোহিত হয়ে, হরিষ অন্তরে,
স্বভাব জ্ঞাপন করি "স্বভাব-প্রবরে।"
নিরমল শান্তি-রস, পীযুষ সমান,
সন্তোষ হইয়া মন সুখে করে পান।
এক বারে ভাব-ভরে, ভাবের সাগরে
ভাবে ভোর হয়ে পড়ি, ভাবিত অন্তরে

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

হেন কালে হেন ভাব হইল নিপাত,
দারুণ "বন্দুক-ধ্বনি" শুনি অকস্মাৎ।
শব্দে স্তব্ধ কলেবর উঠে শিহরিয়া,
সভয় হৃদয়ে দেখি পশ্চাতে ফিরিয়া;
দেখিলাম, ভৃত্য নহ বন্ধু এক জন
"বন্দুক" করেতে করে সত্বরে গমন,
আর জন সেই খানে দাঁড়ায়ে রহিল,
ক্রমেতে তাহারা এক শিখরে উঠিল,
অনতিবিলম্বে, দেখি, সহাস্য বদনে,
আহ্লাদিত হয়ে, ফিরে আইল দুজনে;
"কানন-কপোত" এক ভৃত্য করে রয়,
দেখিবামাত্রতঃ জ্বলে উঠিল হৃদয়,
প্রকাশ করিতে নারি, কি জানি, কি বলে
মনো দুঃখে দহে মন, কলেবর গলে।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

ক্রমেতে অসহ্য হৈল, থাকিবারে আর
না পারিয়া, কহিলাম, করি তিরস্কার.
“ওহে! ভাই! নির্দ্দোষীরে মার কিকারণ?
“এই কি করিতে এলে, করিতে ভ্রমণ?”
উত্তর দিলেন এই কথায় আমার,
“পাহাড়ে বেড়াতে আসা কি কারণে আর?
“কি কারণে বন্দুক আনিনু সঙ্গে করে?
“কেবল কি ঘাড়ে করে বেড়াবার তরে?
“শিকার করিব নাই, কেবল ভ্রমণ?
“এমন বেড়াতে নাহি আসি কদাচন।”
দারুণ উত্তরে প্রতি উত্তর না দিয়া,
পৃথক্ হইয়া আমি বেড়াই ভ্রমিয়া।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

বিনা দোষে প্রাণী হত্যা করি দরশন,
মনুষ্যের প্রতি হল ধিক্কার কেমন!
নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর " নর, " সৃষ্টি-সংহারক,
দুর্ম্মতি, পাপিষ্ঠ অতি, ধর্ম্ম-নিবর্ত্তক,
স্বেচ্ছাচারী, মন্দ-কারী, অধর্ম্ম-আকর,
এমন পাষণ্ড আর নাহি ক্ষিতিপর।
হিংসা, দ্বেষ করিয়াছে অঙ্গের বসন,
পরের সৌভাগ্য দেখি, ঘুরিছে নয়ন,
পর-নিন্দা, পর-কুৎসা, পর-অপকার,
কণ্ঠ-দেশে ধারণ এ সব অলঙ্কার,
কুকর্ম্মে মানস রত, অলস না করে,
মিছা মিছি অনর্থক হিংসা করে মরে।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

বিজন কানন-বাসী, স্বভাব-বিলাসী,
মুনি, ঋষি ব্যবহার, ফল মূল-আশী,
কার ভাল, মন্দে নাই, স্ব আনন্দে রয়,
লোকালয়ে নাহি থাকে নরে করে ভয় ;
তথাপিও দুরাচার মূঢ়মতি নর,
বিনা দোষে মারে তারে বনের ভিতর।
নির্দ্দয় হৃদয়, দয়ালেশ মাত্র নাই,
যারে পায় তারে মারে না মানে "দোহাই।"
ধরে এনে পশু, পক্ষী পালে পালে, পালে,
পরিশেষে বিনাশে সকলে এক কালে।
"আর্ত্ত-স্বরে" ডাকে জীব, দয়া নাহি তায়,
স্বচ্ছন্দে কাটিয়া তারে সিদ্ধ করে খায়।
সর্ব্বস্ব "উদর," আর কিছু নাহি জানে,
মলো, মলো, প্রাণে জীব, সে কি কিছু মানে ?

আপনার উদর ভরিলে সব হয়,
কোথাও না হেরি কেন নৃশংস নির্দ্দয় !
সকলি উদরে ভরে যাহা করে দৃষ্টি,
খাইয়া উজাড় কৈল সমুদয় সৃষ্টি ।
কিবা লতা, পাতা, ফল, মূল, তরুবর,
তৃণ, শস্য নানামত কহিতে বিস্তর,
আশ নাহি মিটে করি এতেক আহার,
প্রাণী-সৃষ্টি খেয়ে শেষ করিল দুর্ব্বার ।
স্থাবর, জঙ্গম, জলচর, উভচর,
খেচর ইত্যাদি করি, শরীরী নিকর,
কাহার নাহিক পার, আহার সকলে,
অদ্বিতীয় "রাক্ষস" কাহারে আর বলে
যাহা পায় তাহা খায় মারিয়া দুর্জ্জন,
না মানে কাতর ধ্বনি, না শুনে ক্রন্দন ।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

বিচিত্রা "চিত্রিণী অঙ্গ," কিবা চিত্ত-হর!
কোমলা, সুচারু-নেত্রা, পরম সুন্দর,
পরশন করিতেও শঙ্কা হয় মনে,
অবহেলে বধে দুষ্ট, এমন রতনে!

কীর্ত্তীশের কিবা কীর্ত্তি! "বিহঙ্গম-সৃষ্টি,"
কেবা না মোহিত হয় করি ইহা দৃষ্টি?
কি বা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পক্ষ! সুন্দর পদ-পাতা!
কি বা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কলে কলেবর গাঁথা!
বিবিধ বরণ শোভে পালক, পাথায়,
আ মরি! কি কারিগরী! শূন্যে উড়ে যায়।
স্বভাবে সুন্দর অতি, হরে জগ-মন:
এমন পাখীরে দেখি, করে কি নিধন?

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

সুচারু শল্কল-শিল্প "মীন"-কলেবরে,
মোহিত করয়ে মন, নানা বর্ণ ধরে,
কি বা পাখা, কি বা পুচ্ছ, আহা, মরি, মরি!
দলে দলে, খেলে জলে, সন্তরণ করি।
কৌতুক না হয় মনে করি দরশন,
অনুক্ষণ মীনগণ করয়ে নিধন।

সকলেরে মেরে ভরে আপন উদর,
এমন পামর নর, এমন পামর!
আত্মম্ভরি, লম্বোদরী, স্বার্থ-পরায়ণ,
নাহিক এমন আর, নাহিক এমন!

আরে নর! দুরাচার, সৃষ্টি-সংহারক,
মূঢ়মতি, অধোগতি, কলুষ-কারক,

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

ঈশ্বর কি এই জন্যে স্বজেছে তোমারে?
তাঁর বিরচিত স্বষ্টি নাশ করিবারে?
খাইয়া, করিবে নিজ " উদর " ভরণ,
তোমার খাবার জন্য এত কি রচন?
সুরঙ্গ কুরঙ্গ-অঙ্গ, কত রঙ্গ ধরে,
হইয়াছে তোমার কি খাইবার তরে?
নিরমল দূর্ব্বাদল করিয়া অদন,
মৃগগণ করিবে কি তোমারি পোষণ?
তৃণ, শস্য খেয়ে, শূন্যে শাখী পরে থাকি,
তোমার খাবার পাত্রে সাজায় কি পাখি?
হিংসা-হীন, ক্ষীণ-জীবি মীন জলে থাকে,
চিরদিন তোমারি কি ভোজনের পাকে?
তুমি খাবে বলে সবে আছে কি প্রস্তুত?
এমন অদ্ভুত নাই, এমন অদ্ভুত!

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

আরে মূর্খ! ঈশ্বর কি তোমারি কারণ,
চরাচর যত কিছু করিলা সৃজন?
তুমি খাবে, পরিবে, করিবে সুখ কত,
তোমারি ভাণ্ডার তরে সৃষ্টি কি তাবৎ?
কে তোমার খাদ্য তরে খাওয়ায় ছাগলে?
তার খাদ্য দেখ বিস্তারিত দূর্ব্বাদলে।
তব খাদ্য তরে যদি হতো মৃগগণ,
তার তরে হইত না পুষ্পিত কানন।
পাখী পালে, কেবা পালে তব খাদ্য তরে?
ওই দেখ, তার তরে ফল বৃক্ষোপরে।
কেবল তোমার তরে এরা যদি হইত,
তবে আর ইহাদের কিছু না থাকিত:
ঘর, দার, পরিবার, সুহৃদ, স্বজন,
তোমারো যেমন আছে, এদেরো তেমন।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা আদি যা আছে তোমার,
সমভাবে সেই মত আছে তো সবার।
তুমিও যেমত হও, এরাও তেমতি,
তবে কেন ভিন্ন-ভাব কর রে দুর্ম্মতি?

স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, এই তিন,
সমভাবে সবে এক নিয়ম অধীন,
সমভাবে হয় সবে লালন, পালন,
সমভাবে জন্ম, বৃদ্ধি, সমান মরণ।
মিছা মিছি কেন করো অজ্ঞান প্রকাশ?
সমভাবে সবেই তো প্রবৃত্তির দাস।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদি বৃত্তি হয়,
সাধারণ নয় একি, সাধারণ নয়?

তুমি যেন ইহাদেরে কর চরিতার্থ,
সেই মত কোরে থাকে সকল পদার্থ।
ক্ষুধায় যেমত তুমি করহ আহার,
সেই মত কোরে থাকে সকল সংসার,
নিদ্রা পেলে নিদ্রা যায় হয়ে অচেতন,
জাগ্রতে কেবল করে খাদ্য অন্বেষণ।
অন্যের স্বাভাবী খাদ্য আছয়ে যেমন,
তোমার তো ফল, শস্য আছয়ে তেমন?
বরঞ্চ অধিক "বুদ্ধি" আছয়ে তোমার,
তবে কেন অপরের হিংসা কর আর?
বিনা দোষে হিংস, ধর্ম্মে না সবে কখন,
জেনেও কি জান না রে! পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন!
যদি তব স্থানে কেহ দোষ করে যায়,
তুমি "বড়" সাজে তব, ক্ষমা করা তায়,

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

বিপরীত করো তার, দেখে দহে দেহ,
ভুবনে তোমার সম "পাপী" নাহি কেহ,
দোষ দূরে থাক্, বিনা দোষে রক্ষা নাই,
এমন অধম আর কোথা গেলে পাই?
"বড় পায়া" পেয়ে, বড় বাড়িয়াছে বল,
পিপীড়ার পাখা উঠা হইবারে তল,
অহঙ্কারে ভূমি-পরে নাহি দেহ পদ,
দিবা নিশি ভ্রম করি যারে তারে বধ?
"বিবেকের" বিবেক সুজ্ঞান করি লোপ,
প্রধান করেছো মনে শুধু বৃথা কোপ?
ধর্ম্ম কর্ম্মে জলাঞ্জলি করিয়া প্রদান,
পাপ কর্ম্ম করি চাও বাড়াতে সম্মান?
অত্যাচার করিতেছ অহঙ্কার ভরে,
জান না কি জগদীশ আছেন উপরে?

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

সর্ব্বসাক্ষী করিছেন সব দরশন,
বিনা দোষে হিংসিতেছ যত জীবগণ।
ফল পেতে হবে নাকো বুঝিয়াছ সার,
তখনি জানিবে যবে পাবে রে দুর্ব্বার?
সবে তাঁর পুত্র, তাঁর সকলি সমান,
যুবা, জরা, দুষ্ট, শিষ্ট, নাহি ভেদ-জ্ঞান,
কি কীটাণু, করী, হরি, বিহগ, মানব,
সমভাবে দেখেন সকলে ভবধব!
ইন্দ্রিয় পতন, কিম্বা, কীটাণু নিধন,
সকলিই সমভাব তাঁহার সদন।
তুমিও যেমন, এক পাখিও তেমন,
জেনে, শুনে, হিংসা তারে কর কিকারণ?

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

যত বার স্মরি গত অচির বিষয়,
তত আর নর প্রতি ঘৃণা বৃদ্ধি হয়।
ভাবিতে ভাবিতে অতি দুঃখিত হইয়া,
ক্রমেতে অচল-পরে উঠিলাম গিয়া।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা বৃক্ষ কণ্টক প্রভৃতি,
বিরাজিছে স্থানে স্থানে শোভাকর অতি।
মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র "স্রোত" প্রণালীর মত,
শুকায়ে হয়েছে যেন উঠিবার পথ।
উচ্চতা অধিক নয়, সহজ উঠিতে,
অনায়াসে উঠিলাম আনন্দিত চিত্তে।
উচ্চতার শেষ-শিলা-পরে দাঁড়াইয়া,
মোহিত হইল মন, চৌদিকে চাহিয়া,
শান্তি-রসে অভিষিক্ত হৃদয়, জীবন,
অনিমিষে দৃষ্টি করি হয়ে নিবেশন।

জয়ন্ত গড়-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

মরি কি অপূর্ব্ব! পূর্ব্ব, দক্ষিণ, দেখিতে!
শোভিছে অচল-শ্রেণী, বিন্ধ্যাচল হইতে,
উগারিছে ধূম রাশি, মেঘে মিশাইয়া,
পাদপে সর্ব্বতোভাবে আছে আচ্ছাদিয়া;
নিবিড় কানন-মাঝ, ভয়ানক স্থান,
অধঃ, উর্দ্ধ, ভেদ নাই, সকলি সমান!
কত দূর যুড়ে বেড়ে ঘেরিয়াছে বনে,
অন্তরে দেখিতে ভাল, ভয় নিকেতনে।
ঘনতর বন-পত্রে ঢাকা নগসারি,
আহা মরি, কিবা শোভা! যাই বলিহারি!

সহসা হেরিলে পরে, হেন লয় মন,
গগনেতে নব ঘন উঠিছে যেমন,

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

এক বারে ঘেরে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, ঈশান
ঘোরতর ঘন-ঘটা নিবিড় মহান্।
বালাতপ মাখা কি ভিতরে তার পশে,
নিভৃত প্রান্তরে কান্দে সাধ করে বসে?

সায়মের ছায়া তার হইছে পতিত,
মরি কি শোভিছে! পরি বসন হরিৎ।
মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র গিরি প্রান্তরের মাঝ,
সায়ম-কিরণে সাজি করিছে বিরাজ,
সুবর্ণে মণ্ডিত যেন, দেখিতে কেমন!
খুলিল হৃদয়-দ্বার, ভুলিল নয়ন।

স্বভাবের রচয়িতা, স্বতঃসিদ্ধ জনে,
স্বভাবে পূরিয়া ডাকি "স্বভাবে" আপনে!

জয়ন্তগড়-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

মনোময়, তুমি, বিভু, করুণা-নিধান!
কেবল জগতে করো কল্যাণ বিধান,
অসীম কৌশল তব বর্ণিতে কে পারে?
এককালে নির্ম্মাইলে সমস্ত সংসারে—
তুমি ইচ্ছা কৈলে, আর, হৈল সমুদয়,
ধন্য ধন্য ইচ্ছা তব, ওহে ইচ্ছাময়!

ইচ্ছায় সৃজন করো, ইচ্ছায় পালন,
ইচ্ছায় বিনাশো শেষে, বিশ্ব-নিকেতন!
ইচ্ছার নিয়মাধীন তব এ সংসার,
যাহা কিছু দেখি, সব ইচ্ছার ব্যাপার।

মনোরম নগ-নারি, শোভার আকর,
তোমার ইচ্ছার কীর্ত্তি, অতি প্রীতি-কর।
তোমার ইচ্ছার-কীর্ত্তি, আমার নয়ন,
আমার ইচ্ছায় কীর্ত্তি করে দরশন।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

কত সুখ দেয় সদা, তোমার ইচ্ছায়,
বর্ণনা না যায়, নাথ ! বর্ণনা না যায় !

কি আছে ভুবনে তব ইচ্ছার সমান,
ইচ্ছায় ইন্দ্রিয় তরি করি সুখ পান।
ইচ্ছায় দিয়েছ, "ইচ্ছা" ইচ্ছা করি তাই
দেখিতে তোমার সৃষ্টি —যায় সুখ পাই।
যা কিছু দিয়েছ, ইচ্ছা করি, ইচ্ছাময়,
সবে সুখ দেয়, সাধ্য যার যত হয়।
ইন্দ্রিয় সুখের দ্বার-স্বরূপ সকল,
অনুগ্রহ যোগাইছে সুখই কেবল।

এই যে দিয়াছ "পদ" কত সুখপাদ।
কেবল ভ্রমিছে খুঁজি আমার সম্পদ,

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

যথায় পাইব সুখ, তথা লয়ে যায়,
সুখ-হীন স্থানে কভু যাইতে না চায়।
পদ যেই আছে, তেই কত পাই সুখ,
কিছুতেই রাখিনেই মনের অসুখ।
যখন যা ইচ্ছা হয়, সম্ভব হইলে,
সম্পাদন করে থাকি, সমর্থ থাকিলে।
কিছু মাত্র খেদ নাই, পদের কারণে,
পদ আছে, তাই কত আশা আছে মনে।
পদ আছে, তাই হেথা করি আগমন,
মোহিত হতেছি করি "নিসর্গ" দর্শন।
পদ-ভরে দাণ্ডাইয়া এই শিলা পরে,
ডাকিতেছি তোমা, নাথ! আনন্দ অন্তরে।
পদ যেই আছে, তেই এত সুখ পাই,
কি কব পদের গুণ? বলিহারি যাই!

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

কিবা সুধাকর "কর" করেছ প্রদান,
করই করিছে শুধু, সকল কল্যাণ।
করে করে কর্ম্ম যত সাধে কত সুখ,
কর আছে তেই নেই কিছুতেই দুখ।
করে আহারীয় দ্রব্য, করি আহরণ,
আনন্দে আহার করি বাঁচাই জীবন।
কর আছে,যোড়ি কর,ডাকি হে তোমায়!
করে "প্রিয়-কার্য্য" করি, তরি হে কৃপায়!
কর আছে, তাই করি লেখনী ধারণ,
তোমার গুণানুবাদ করি হে রচন।*
করেতে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সকলি সাধন
করি হে করুণা-নিধি! পারি হে কেমন!

জয়ন্তপুর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ :

দিয়েছ "নয়ন-দ্বয়," বদন উপর,
কত সুখ-কর, নাথ! কত সুখ-কর!
আঁখিতে জগৎ দেখি, থাকিয়া জগতে,
কত সুখ ভোগ করি, বর্ণিব কিমতে?
নয়নেতে প্রিয়জন-বদন দেখিয়া,
কতই সন্তোষ হই, আমদে মাতিয়া।
এই সব প্রীতি-কর রচনা তোমার,
নয়নে দর্শন করি, আনন্দ অপার
হে সর্ব্বময়! করি নয়ন প্রদান,
মরি! করিয়াছ কত সুখের বিধান!

শ্রবণ করিতে এই দিয়াছ "শ্রবণ,"
শ্রবণ এ নয় শুধু সুখ-প্রস্রবণ;

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

শুনিতে সুখের কথা সদা ভাল বাসে,
নিবেশিত হয়ে সুধু থাকে সুখ আশে।
বিহঙ্গম কলরব, পবন হিল্লোল,
কিবা সুমধুর ধ্বনি, জলের কল্লোল!
বিশ্ব-নিনাদিত-যন্ত্রে তব গুণ গান,
শ্রবণে শ্রবণ করি, পুলকিত প্রাণ।
কর্ণ আছে এত সুখ আছয়ে সংহতি,
কত গুণ কর্ণে বর্ণে কাহার শকতি?

দিয়াছ "নাসিকা" নাম, অসুখ নাশিকা,
সুরভি আঘ্রাণ-কারী, জীবন-তোষিকা,
জীবন দায়িকা আর জীবন পালিকা,
সকল সুখের সেতু-ভুক্ত এ নাসিকা।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

নাসা যেই আছে, তেই এত সুখ আছে,
নাসা না থাকিলে পরে কেবা প্রাণে বাঁচে ?
অমল কমল-গন্ধ, অতি নিরমল,
নাসাতে আঘ্রাণ করি, ভাবে ঢল ঢল।
যত দিন আছে নাসা, করি এই আশা,
"ভূমানন্দ" গন্ধে বন্ধ হয় যেন নাসা !

করুণা করিয়া নাথ ! দিয়াছ "রসনা,"
কত সুখ পাই তায়, কে করে গণনা ?
রসনায় পান করি, রসনায় খাই,
রসনা রসায়ে রসে তব গুণ গাই !
রসনা হইতে হয় মিষ্ট আলাপন,
লীলতায় বশ করি জগতের জন।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

রসনা হইতে এই বাসনা আমার,
চির দিন গাই যেন গুণ হে তোমার!

দয়াময়! দয়া তব, কত যে, কে কবে?
"বাক্-শক্তি" দিয়ে প্রাণ প্রকাশেছ সবে।
এই বাগিন্দ্রিয় যত সুখের কারণ,
মরি! হরি, করেছ কি সুচারু রচন!
মনোগত ভাব যত প্রকাশিতে পারি,
কত যে ইহার গুণ, বর্ণিবারে নারি।
এই শিলা পরে, নাথ! দাণ্ডাইয়া থাকি,
বাগিন্দ্রিয় আছে, তাই তোমাকে হে ডাকি।

দিয়েছ এ "স্পর্শেন্দ্রিয়" সুখের আকর,
অনুভব করি এতে সুখ নিরন্তর।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

শীত, গ্রীষ্ম আদি ঋতু জানিতে পারিয়া,
কতই আনন্দ করি, পুলকে পূরিয়া।
বসন্ত কালের শান্ত মলয় পবন,
সুরভি সুগন্ধ-বাহী, চঞ্চল গমন,
সেবন করিয়া কত সুখ পাই "কায়,"
আনন্দে অধীর হয়ে ডাকি হে তোমায়!

কত সুখ-বৃদ্ধি কোরে "বুদ্ধি" দিলে দান,
কি বুদ্ধি আমার, করি বুদ্ধির বাখান!
নরের সমৃদ্ধি বুদ্ধি, আর কিছু নাই,
বুদ্ধি যেই আছে "প্রধানত্ব" আছে তাই।
ইতর সকল প্রাণী বুদ্ধি জন্য মানে,
বুদ্ধিতে বিজয় প্রাপ্ত যেখানে সেখানে।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

বুদ্ধি পেয়ে কৃতজ্ঞতা এই হে আমার,
চির দিন রচি যেন রচনা তোমার!

ওহে নাথ! কি বর্ণিব মহিমা তোমার!
কিবা জানি? জানিব কি? তুমি যে অপার!
অণুমাত্র তনু মম, পরমাণু জ্ঞান,
ইহাতে কি পাব তব সম্যক সন্ধান!
এই মাত্র পাই তাই করি হে জ্ঞাপন,
যত কিছু করিয়াছ, সুখের কারণ!
সুখময় কীর্ত্তি তব সুখের সংসার,
সুখ বিনা দেখিতে না পাই কিছু আর!
কিবা লতা, কিবা পাতা, শাখী, পাখী দল,
সুখময়! সুখময় রচনা সকল!

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

কত সুখময়, মরি! ওই "নগ-গারি"!
বলিহারি যাই, নাথ! বর্ণিবারে নারি!
অতুল আনন্দ লাভ, প্রতুল প্রাপণ,
খুলিল হৃদয়-দ্বার, জুড়িল নয়ন।

প্রফুল্ল হইয়া দেখি পশ্চিম, উত্তর,
সুবিস্তীর্ণ জল-ময়-প্রান্তর-সাগর*।
কিছু নাহি দেখি আর, সবু নীরাকার,
আকাশ অপর-পার হইয়াছে তার,
মধ্যে "লৌহ-ময়-পথ"† সেতু-বন্ধ মত,
দুই ধারে জল-রাশি, প্লাবিত যাবত।

* সুদীর্ঘ বর্ষাতে প্রায় এই প্রদেশ সমুদয় প্লাবিত ছিল। ১৭৮৪ শকের ১৩ ভাদ্র রবিবারে আমরা জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ" করিতে গিয়াছিলাম।
† রেইলও

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র-পল্লি রয়েছে দ্বীপ-প্রায়,
বড় বড় বৃক্ষ সব ডুবেছে বন্যায়।
সুদীর্ঘ তমাল-তরু অর্দ্ধ মাত্র সার,
নদী, নদ, সরোবর, সব একাকার।
কোথায় বা গিরি-বর, সলিল উপর,
সাগর মাঝারে যেন " অক্ষয়-ভূধর, "
সায়ং কিরণে হয়ে স্বর্ণাঙ্গ মণ্ডিত,
করিছে অতুল শোভা, না হয় বর্ণিত।
প্রান্তর-সাগর-মাঝে লোহিত কিরণ
পতিত হইয়া, করে মোহিত জীবন,
প্রভাকর প্রতিবিম্ব ফলিত তাহায়,
সমুদ্র মাঝারে যেন "মণি*" শোভা পায়

* কৌস্তুভ মণি

জলনগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

মন্দ মন্দ বায় তায় কি শোভা উজলে
কলা-নিধি দেখে যেন জলধি উথলে।

দেখিতে আনন্দ, কিন্তু ভাবিতে তা নয়
না গলে হৃদয়, হেন আছে কে নির্দয়?
পশু, পক্ষী, নাগ, নর, প্রাণী নানামত,
জলেতে ভাসিল বাস, ক্লেশ পায় কত।
দাওয়ায় জলের দাওা, অঙ্গন মগন,
আহা মরি! কত কষ্ট পায় বাসীগণ।
একে তো সামান্য গৃহ, কিবা কব তার,
চারিদিক ময় তায় জলে একাকার,
কেহ বা ভাসিয়া গেল পড়ি স্রোত মুখে,
যে আছে পতিত প্রায় ভাসিতেছে দুঃখে।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

পড়, পড়, কত ঘর, যায়, যায়, যায়,
উঠিছে গর্জ্জন কত ঘরের মাথায়।
কাঁদিছে বালিকা মুক্ত করি হাহাকার,
বাস গৃহ ভেঙ্গে গেল, কিসে বাঁচে আর।
এক ঘর বিনা কারো নাহি দুই ঘর,
ভেঙ্গে গেল, কান্দে পড়ি অবনি উপর।
কোথা খাবে, কোথা শোবে, ভাবিয়া না পায়,
শোকেতে আকুল হয়ে করে হায় হায়।
চর নাহি চরে পশু দাণ্ডাইয়া রয়,
নাড় ত্যজি পলাইয়া যায় পক্ষী-চয়।

যত দেখি জল, তত দুঃখানল জ্বলে,
আকুল হইয়া চাহি অচলের তলে।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

অস্ত গেল দুঃখ হল নব সুখোদয়,
দেখিয়া উর্ব্বরা ভূমি তৃণ, শস্য-ময়।
অচল-দক্ষিণ-তল রমণীয় অতি,
স্থানে স্থানে শোভে ক্ষুদ্র লোকের বসতি।
মৃত্তিকা-রচিত গৃহ, তৃণ-আচ্ছাদন,
কোথায় তাহার কাছে ভূপতি-ভবন?
সাজানো সুন্দর কিবা! আহা! মরি, মরি!
না হয় ইহার তুল্য প্রধানা নগরী!
ইষ্ট-ময় অট্টালিকা, "ইষ্ট" সম যথা,
বড় বড় মানুষের বড় বড় কথা,
পরিসর রাজপথ, ফেরে রক্ষি-গণ,
কলরবে কার কথা কে করে শ্রবণ;
নিজ নিজ মদে মত্ত, যথাকার লোক,
যার যত ধন, মান, তার তত শোক।

জয়ন্তগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ ;

"'দশমের-পুত্র' যারা, গাঁচা সাজ পরা,
বাহিরেতে আড়ম্বর, ভিতরেতে মরা,
হৃদয়ে নাকিক নাংস, চক্ষু চর্ম্ম-হীন,
দীন, হীন দুঃখে দুঃখী নহে এক দিন,
শুধু স্বার্থ সম্পাদন, সব আপনার,
ভণ্ড কাণ্ড গণ্ডগোল ষণ্ডের আচার,
যত অনর্থের মূল অর্থের লাগিয়া,
এক বারে ধর্ম্ম কর্ম্ম বসেছে খাইয়া,
জুয়া, চুরি, জাল, দ্যূত, শঠতা, বঞ্চনা,
আভরণে আবরিত প্রায় সর্ব্বজনা ;
আজি কিনা দীন হীন হলো কোটীশ্বর,
কোটীশ্বর কোথা করে শ্রীঘরেতে ঘর,
সাধু লোক দেশান্তরী খাইতে না পায়,
দুর্জ্জনের দম্ভ ভরে ধরা ফেটে যায়;

জঙ্গনগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

মিথ্যাই কেবল সত্য, মিথ্যা সত্য মত,
হায় হায়! যথাকার বিচার এমত!!!
কত শত বিচারক, নিযুক্ত এজনা,
মহাদক্ষ, ধর্ম্ম-নিষ্ঠ, বিজ্ঞ অগ্রগণ্য,
যশের আকর, সৎবিদ্যার আধার,
সতত করেন হেন কত সুবিচার!!!

হায় বিদ্যা! কোথা বিদ্যা, মরণ তোমার
থাকিবার স্থান তুমি পাওনি কি আর?
কেবল ঘুরিয়া মরো ইস্কুলে, ইস্কুলে,
রং চংয়ে বই দেখে গেছ নাকি ভুলে?
যে পড়ে অধিক বই সে হয় "সুন্দর",
ভাল বিদ্যা! ভাল, ভাল, এপণ সুন্দর

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

সুন্দর আছিল "চোর" মিথ্যা সে তো নয়,
তাই বুঝি এ সব "সুন্দর" "চোর" হয়॥

ভাল, বিদ্যা! ভাল, ভাল! ভাল করে হরে,
এক বারে সারা কৈলে সকল "সুন্দরে"।
ভুলিলে তোমার মন, সবার যতন,
প্রাণপণ করি করে যত উপার্জ্জন,
প্রতারণা, জাল, চুরি, জুয়া, প্রবঞ্চন,
বলে, ছলে, কলে, খাটে যখন যেমন,
"ধন, ধন", করি শেষে, প্রাণ-হন বায়,
ধিক্ ধিক্! "বিদ্যা"! তোর দয়া নাই কায়?
বিদ্যা-প্রিয়া ছিল "বিদ্যা" বিখ্যাত ভুবন,
ধন-প্রিয়া হলে বিদ্যা, এ আর কেমন!

ধিক্ ধিক্! বিদ্যা! তোরে কত আর কই,
বিদ্যাই বা কারে কই, কই, বিদ্যা কই?

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

বই পড়ে বিদ্যা লাভ করে হয় কার?
পড়া-বিদ্যা পড়ে পড়ে "পদ্মনাভ" সার।

বিদ্বানের কায একি, বিদ্বানের কাম,
দিবা নিশি পড়ে থাকে অধর্ম্মের মাঝ?
বিদ্বান্ কি গর্ব্ব কোরে, অহঙ্কার মনে,
তুচ্ছ বোধে উচ্চ-ভাবে নীচতর জনে?
বিদ্বান্ কি ধন জন্য প্রাণ করে পণ?
বিদ্বান্ কি ছলে করে স্বার্থ সম্পাদন?
বিদ্বান্ কি ধনীদের উপাসনা করে?
বিদ্বান্ কি বিদ্যা ভেবে গুমরিয়া মরে?
আপনার গুণে সে যে আপনি নমিত,
সে কি কভু উচ্চ হতে পারে কদাচিত?

অজগর-গিরি-শিখরোপরি স্থান ;

কারণ, তাহাদের নীড়ে পক্ষী চায় ফুটে
পক্ষ পাইতে হবে, কোথা যাবে ছুটে ?
যেমতি উন্মাদ হয়, অবিদ্যার বশে,
বিদ্যা-অহঙ্কারে বাড়ি শীঘ্র হয় নাশ ।
পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে,
মূর্খের বন্ধু হয় সেই মত করে ।
ছিঃ ছিঃ ! এ বিষয়ে অন্য কথা নাই,
ভাবিতে যে জন তার ভাব রাখে দুই ;

"কবিতা" আমার, ভাই, কেন কর দুখ ?
ফিরে এসে দেখ, দেখ, কৃষকের সুখ ।
কেমন সামান্য এরা ! সদা শান্ত মন,
অহঙ্কার, প্রতারণা, না জানে কখন,

অরণ্যচর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

কাহারে বলে মায়া, চুরি, জাল, কপটতা,
কিছুই জানেনা এরা, বিনে যে সরলতা!
বিদ্যা তীব্র বটে, এরা পড়েনি কখন,
সুতরাং আড়ম্বরে নাহি প্রয়োজন;
নানাবিধ দেশের খবর, অজানা যে করে;
উচ্চ আশা নাই, তুচ্ছ বোধ নাই পরে;
পরের কুটির "গৃহ" তাতেই সন্তোষ,
অপরে না হিংসা করে, বলি "ভাগ্যদোষ";
গো, মেষ চরায়ে, আর, করি কৃষি-কায,
দিবস যাপন করে, নাহি বাসে লাজ;
নিশিতে নিবাসে আসে আনন্দিত কায়,
সামান্য শয্যায় কত সুখে নিদ্রা যায়!
পরে প্রবঞ্চিয়া কত আনিয়াছি ধন,
এ ভাবনা ভেবে নিশি না করে যাপন;

অয়নপর-গিরি-শিখরোপরি জগৎ ,

কেবা দোষী, কে নির্দোষী, ভাবিয়া, ভাবি
মলিন না হয়ে উঠে যামিনী জাগিয়া ;
দম্পতিকে দুষিবে যখন এ বাসনা করি,
দুঃখিত করিয়া কোলে না কাটে শর্বরী !
অপার নিক্রোধ বক্ষে প্রফুল্ল অধরে,
কিছুতেই অসন্তোষ প্রকাশ না করে ;
অনর্থের মূল "অর্থ" নাই, নাই ভয়,
বঞ্চকের আতঙ্কে কখন না হয় ;
আনন্দে দিবস, নিশি, না করে যাপন,
সুতরাং পাপ, দণ্ডে নাহি প্রয়োজন ;
নিয়মিত পরিশ্রমে নব্য স্বাস্থ্য ভোগে,
অকারণে কেহ নাহি মরে চির রোগে,
সুতরাং চিকিৎসা তাদের কায নাই,
বই-পড়া বিজ্ঞ "বৈদ্য" নাহি রাখে তাই

অন্নপূর্ণা-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

মহা মূল্য মহৌষধ নাহি প্রয়োজন ;
“ কাঙালের ঘোড়ার রোগ ” না হয় কখন।

পাহাড়ো সকল ভাল, সুখের আলয়,
হেরিলে এ শোভা, কার্ না গলে হৃদয় ?
সুচারু কুটীর নব শোভে কি সুন্দর ;
শান্তি নারী, এক ক্ষেত্রে রহে পরস্পর,
হিংসা, দ্বেষ নাই, তাই নাহি আবরণ,
মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র-পথ, দেখিতে কেমন !
শিবিকা, শকট নাই,—অহঙ্কার ময়,
তাই নাই পরিসর-পথ ইষ্ট-ময় ;
সুতরাং “কর” নাই অসুখ আকর,
নির্ভাবনা হয়ে সুখ ভোগে নিরন্তর।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ ;

স্বাধীনতা উপভোগে সদা রত মন,
সুখে স্বচ্ছন্দেতে করে জীবন যাপন ;

অতুল আনন্দ লাভ করি যথা অন্তরে,
অচল উপরে যদি নিরীক্ষণ করে।—
কোথায় প্রচুর ক্ষুদ্র কণ্টকের বন,
কোথায় বা কুঞ্জময় দেশ সুশোভন,
কোথায় বা নৈসর্গিক অপূর্ব্ব গহ্বর,
কোথায় পতিত কত প্রকাণ্ড প্রস্তর,
কোথায় বা দৃষ্টি হয় চিহ্ন পুরাতন,
" ইন্দ্রদ্যুম্ন " ভূপতির বিগত ভবন।
কোথায় বা প্রস্তরের স্তম্ভ দৃষ্টি হয়,
কোথায় প্রাচীর অংশ সপ্রমাণ কয়।

ক্ষমন সুন্দর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

অধুনা অচলোপরে আছে আর নানা
সাহেব † লোকের যত ভগ্ন "কারখানা,"
বড় বড় "বাঙ্গালার" রহে আয়তন,
অতি অল্প দিন মাত্র হয়েছে পতন।

নানা স্থানে ঘুরে ফিরে করি দরশন,
শিলাতলে বসিলাম, হরষিত মন।
অচল উত্তর-ভাগ দরশন করি,
আহা! কি অপূর্ব্ব শোভা! মরি, মরি, মরি!
উভয়-ভাগ "গিরি" এক রহে বিদ্যমান,
মধ্যে মাত্র "উপত্যকা", অতি রম্য স্থান;
ঘন তর তৃণ পত্র রহে থরে থরে,
গো, মেষ, মহিষ, ছাগ, পালে পালে চরে,

† ফিং সাহেব, এক জন "পূর্ব্ব ভারতবর্ষ রেইলওয়ের" ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়র ছিলেন।

জলধর-গিরি-শিখরোপরি ভাসে ।

কৃষক, গোপাল আর মেষপাল গণ
নিজ নিজ কর্ম্ম করে, হরষিত মন ।
মনুষ্যের দৌরাত্ম্য নাহিক হিংস্র জীব,
নির্ভয়ে ভ্রমিছে তাই, হয়ে সবে শিব ।

কহিতে কি পারি; মন মোহিত হইল ;
সহিত নাহিক বন্ধু, খেদ উপজিল ।
অন্য যে দুজন* ছিল, বন্ধু মাত্র নামে,
আমি বসিলাম, তারা চলিল স্বকামে ।
আমি এক মতে চলি, তারা আর মতে
মনে না মিলিলে বন্ধু হইবে কি মতে ?
দেখিব "স্বভাব"-শোভা, আমার এ মনে,
তাহাদের মনে, মিলে শিকার কেমনে ?

---

* ইঁহারা কিছু দিন পরেই এক জন নিতান্ত প্রিয় ও অপর জন নিতান্ত প্রিয়তম বন্ধু হইলেন ।

মন্দার গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ

এতে কি হইবে বন্ধু ? হয় কি সম্ভব ?
না হলে মনের মিল, বন্ধু কিসে কব ?
তবে " বন্ধু" বলি, সে তো সম্বোধন হয়;
মুখের প্রণয় বই, মনের তো নয়* ।
" বন্ধুত্ব " ধর্ম্মতঃ বিনা, কখন না হয়,
যদি বা কখন হয়, কদাচিৎ রয়,
থাকে বা কতই দিন, অতি অল্প মাত্র ।
মরমী যে মর্ম্মতঃ সে বন্ধুতার পাত্র ।
'বন্ধু' তারে বলি; যেই ধরে বন্ধু-কর,
বিপদ মাঝারে, কিম্বা দুঃখের ভিতর । "

আক্ষেপ করিয়া বহু, খেদান্বিত চিতে,
বিক্ষেপ করিনু পদ শিলাতল হৈতে,

* বস্তুতঃ এই সময়ে এই প্রকার মৌখিক প্রণয়ই পরস্পর অত্যন্ত ছিল।

জামালপুর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

নিক্ষেপ করিয়া নেত্র নগ পূর্ব্ব ধারে,
চলিলাম পতিত "বাঙ্গলা" যথা কারে
"বারাণ্ডায়" আদি. অতি আনন্দিত মন,
হইলাম সেবি সুশীতল সমীরণ।

"অচলের" পূর্ব্বতল অতি মনোহর;
সম্মুখে উদ্যান শোভে, পরম সুন্দর;
অতি ক্ষুদ্র "গিরি নদী" নিরবধি তায়,
মধ্যে মধ্যে ঘুরে ঘুরে, মন্দ মন্দ যায়,
মিশিছে অনতিদূরে "কিউল" নদীতে,
বক্র গতি "নদী" অতি আবৃত বালীতে,
বেগবতী "স্রোতস্বতী" অতিশয় টান,
বেগে ধায় পূর্ব্ব ভাগে বেড়িয়া "উদ্যান।"

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

"কিউলের" পূর্ব্বকূল অতুল সুন্দর,
শোভে সুধু শ্বেতবর্ণ বালী নিরন্তর।
উপরেতে ক্ষুদ্র এক মরু "নগ" তার,
কেবল উপল-ময় ধবল আকার,
তৃণ, পাতা, লতা আদি কিছু তথা নাই,
এক মাত্র বৃক্ষ সুধু দেখিবারে পাই.
উচ্চ দেশে, শোভে শাখা,পত্র বিস্তারিয়া
নগ-শিরে আতপত্র রহিছে ধরিয়া,
বায়ু বৃষ্টি রবিতাপে আপনি কাতর,
তথাপিও প্রাণ পণে রক্ষয়ে "ভূধর"।
যেমন " অচল-বর " করিয়া যতন,
হৃদে ধরি বৃক্ষ-বরে করিল পালন,
সেই মত সে এখন সময় পাইয়ে,
কৃতজ্ঞতা প্রকাশিছে, আপনা অর্পিয়ে।

জয়মঙ্গল-গিরি-শিখরোপরি জঙ্গল।

আহা মরি! "কৃতজ্ঞতা," অতি বড় ধন!
ভুবন ভিতরে নাই, এমন রতন!
সর্ব্বকাল সবভাবে সর্ব্ব স্থতি মাঝে,
আপনা আপনি বসি করিছে বিরাজ।
অন্য ধন আনিবারে কত কষ্ট হয়,
এ ধন আপনা হতে কাছে এসে রয়।

কেহ কার করে যদি কিছু উপকার,
উপকৃত-ব্যক্তি চেষ্টা পায় আনিবার।
কেমনে- কি রূপ করি, উপকারী-জনে
সন্তোষিবে, প্রকাশিয়া কৃতজ্ঞতা-ধনে,
যখন সময় পায় না ছাড়ে কখন,
প্রতি উপকার করে করি প্রাণ-পণ।

"জননী" যেমন স্নেহে করেন পালন,
নানাবিধ কষ্ট ভোগ করি অনুক্ষণ,

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

সন্তান তেমন, তার, হইলে সময়,
কৃতজ্ঞতা প্রকাশিতে ত্রুটি না করয়।
বন্ধু, বান্ধবের কাছে উপকৃত হোলে,
কৃতজ্ঞতা পাশে বাঁধা থোলেও না খোলে।
অত কি? সামান্য কেহ কৈলে উপকার,
উপকৃত একবারে বাধিত তাহার।
এক দিন সেবিয়া সায়ম সমীরণ,
লক্ষ্মী সারাইয়ের কাছে করিতে ভ্রমণ,
নিকটে "কবর" স্থান—রহে পরিসর,
স্থানে স্থানে নানা মত রচিত "কবর"
ঘন বন-পত্রে প্রায় ঢাকা চতুর্দ্দিক,
বড় বড় বৃক্ষ তথা আছয়ে অধিক।
কিউলের কূলোপর, মনোহর স্থান,
এক দৃষ্টে দৃষ্টি করি হৃষ্ট মন, প্রাণ,

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

অদৃষ্টে কণ্টক লগ্ন হইল বসনে,
নারিলাম ছাড়াইতে অনেক যতনে;
হেন কালে একজন সামান্য সুজন,
সেই স্থান দিয়া ছিল করিতে গমন,
দেখিয়া আমার দুঃখ দুঃখিত হইয়া,
আপনি বসিল আসি কণ্টক ধরিয়া,
কতক্ষণ পরে মোরে করে পরিত্রাণ,
বিনতি করিয়া বহু করিল প্রস্থান।
বাধিত হইয়া কৈনু সম্মান তাহার,
কিন্তু, অতি কিন্তু মতি রহিল আমার,
কত উপকার মম করিল সে জন,
কেমনে শোধিব, মনে হইল তখন,
সেতো আগন্তুক-ব্যক্তি, না রহিল আর,
দেখিতে দেখিতে হলো নেত্র-পথ পার।

জয়নগর গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ ;
কত শত ধন্য-বাদ দিলাম উদ্দেশে,
পরমেশ স্থানেতে প্রার্থনা করি শেষে—
হায় ; নাথ ! সৎস্বরূপ সত্য সনাতন ;
দিয়েছ কেমন, নাথ ! সভ্যতা-রতন,
ঈদৃশ সামান্য জনে ! সভ্যতা বিহনে,
কিছুই জানে না এরা, আসি এ ভুবনে।
সভেতে "উপচিকীর্ষা" বৃত্তি বলবতী,
পীরিতি পরের হিত-সাধনের প্রতি।
প্রার্থনা আমার, নাথ ! করি এই আর,
দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয় যেন এ বৃত্তি সবার !

এই মত কত শত ভাবিতে ভাবিতে
নিবৃত্ত হলেম আর অধিক ভ্রমিতে,

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ

প্রবাসের অভিমুখে করিনু গমন
বিরস বদন, প্রাণ, মন উচাটন।
সদাই হৃদয়ে জাগে বিশাল বিস্ময়,
মানসিক চঞ্চলতা ক্রমে বৃদ্ধি হয়,
অকস্মাৎ মনে এক, এমন সময়,
অনির্বচনীয় ভাব হইল উদয়——
সামান্য কণ্টক মাত্র করিলে মোচন,
এত কৃতজ্ঞতা মনে তাহারি কারণ?
অবিরত কত শত দারুণ কণ্টক—
কানন হইতে, হন যে জন রক্ষক,
কত কৃতজ্ঞতার ভাজন তেঁহ হবে,
তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা কই হলো তবে?—
এ ভাবের আবির্ভাব হবামাত্র মনে,
উঠিল প্রবোধ-চন্দ্র হৃদয়-গগনে,

জয়নগর গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

নানা দোষে দোষী আমি, না পারি কহিতে
এক বারো ডাকি নাই স-কৃতজ্ঞ-চিতে,
অনিত্য বিষয়ে সুখ রত অবিরত,
ক্ষমা কর, কর, পিতঃ! দোষ হে তাবত।
যদিও ক্ষমেছ পূর্ব্বে ক্ষমা চাহিবার,
তথাপিও না বুঝিয়া বলি বার বার ;

ওহে পিত! তুমি সর্ব্ব হিতের আকর,
তোমাতে আশ্রিত যত আছে চরাচর,
তোমাতেই বেঁচে আছি, তোমাতেই মরি,
তোমাতেই "নিত্য-সুখ" উপভোগ করি,
তোমাতেই সব আছে যা কিছু আমার!
আমিই তোমার নাথ! আমিই তোমার!

তোমারি এ দেওয়া দেহ ইন্দ্রিয়ের সাথ,
তোমারি এ দেওয়া প্রাণ, ওহে প্রাণনাথ!

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

তুমিই দিয়েছ মন, বুদ্ধি-বৃত্তি-চয়,
তুমিই তো আত্মারূপে, দেহে,আত্মাময়
তুমিই বিবেক আদি বিবেক সুজ্ঞান
প্রদান করিয়া, সদা সাধিছ কল্যাণ।
সৃজিয়া অবধি মোরে সুধু অনিরত
অহরহ সুখদান করিতেছ কত!
কেবল রেখেছ সুখে করিয়া মগন,
দয়াময়! দয়া-ধন করি বিতরণ!
কত যে তোমার দয়া, কে করে বাখান?
কে শুধিবে? তোমার কি শুধিবার দান!
অজস্র দিতেছ, নাথ! দান তো কেবল,
কাহার বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশিব বল?
এত নয় মনুষ্যের স্বল্প উপকার?
পরিবর্ত্তে করিলেই হবে প্রতিকার?

অমনগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

কৃতজ্ঞতা সহকারে নম্রিত স্বভাবে,
বিনতি করিলে পরে, পরিশোধ পাবে ;
কত যে তোমার কৃপা ! কে করে নির্দেশ ?
কেহারি বা কৃতজ্ঞতা করিব প্রকাশ ?
কি দিয়ে বা প্রকাশিব ? কি আছে আমার ?
আমিই তোমার, নাথ ! আমিই তোমার !

কি সাধ্য আমার ? তব প্রতিক্রিয়া করি ?
সাধে কি হইয়া শান্ত, ক্ষান্ত থাকি হরি ?
না থাকিয়া ক্ষান্ত, আর কি করিব বল ?
শুধিতে তোমার ধার কার হবে বল ?
পারিব না বলে কি নিতান্ত ক্ষান্ত হব ?
যথা-শক্তি করিতে তো বিরত না রব।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

তোমারি তো বল, করি তোমারে স্বীকার,
কৃতজ্ঞতা হবে, বল, কেমনে আমার ?
কৃতজ্ঞতাই হইল কোথা হতে বল ?
সকলি তো তুমি, নাথ ! তোমাতে সকল !
না জানিয়া ভ্রমে কত করিয়াছি পাপ,
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর ! হর, হর তাপ !

এই মত কতশত ভাবিয়া ভাবিয়া,
অবশেষে পর বাসে গেলাম ফিরিয়া ;
অদ্যাপিও সে ঘটনা আছে মম মনে,
কৃতজ্ঞতা মম আর কি আছে ভুবনে ?
হন কৃতজ্ঞতা-পাশ যেই দুরাচার,
ছেদ করে, তার সম পাপী নাহি আর ?

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

যথার্থ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম কর্ম্ম যেই করে,
কহিতে তাহার কথা, কথা নাহি সরে।

এ কবিতা! আর কোথা, ভ্রম বৃথা, বল,
ফিরে এসে দেখ, ওই নিম্ন নগ-তল।
কেমন স্বভাব শোভা! লোভা মন প্রাণ!
চারি ধার ময় কিবা বেষ্টিত উদ্যান!
নানাবিধ বৃক্ষগণ রহে অগণন,
মধ্যে এক ক্ষুদ্র-পল্লি হয় দরশন,
অচলের তলে, "কিউলের" পূর্ব্বধার,
নয়নের প্রীতি-কর, শোভার আধার।
সামান্যে সুন্দর অতি, "নগরী" নিন্দিত,
তৃণ, পত্র, মৃত্তিকায়, সুচারু নির্ম্মিত।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

কিছু দূর পূর্ব্বে তার শোভে "রুপ-নারি,
ধুম-ময় জলবাষ্প, হরিদ্বর্ণ বারি।
নিবিড় পত্রেতে ঢাকা ভয়ঙ্কর শোভা,
বেষ্টিত জলদ জালে, জগ মনো লোভা।
সমস্ত দক্ষিণ, পূর্ব্ব, বেড়িয়া প্রাচীর,
কোথায় তাহার সীমা, নাহি হয় স্থির।
বিস্তৃত, সিন্ধু সম "বিন্ধ-গিরি" রাজ,
ভারত বর্ষের মাঝে করিছে বিরাজ।
এই "শ্রেণী" হতে দেশ হয়েছে দ্বিভাগ,
"দক্ষিণ আবর্ত্ত" আর "উত্তর-বিভাগ";
এই "শ্রেণী" হতে কত নদী প্রবাহিকা,
পড়িয়া করিল দেশ সুশস্য শালিকা।
এই যে কিউল, বেগবতী, স্রোতস্বতী,
নানা স্থানে ঘুরে ফিরে করিতেছে গতি,

পরশনাথ-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

উচ্চ "শ্রেণী" হইতে পড়িছে ভূমিতলে,
তাই স্বাভাবিক এ স্রোত অতি বেগে চলে,
পুনঃ পুনঃ বন্যা হয় জলের কল্লোল,
তরঙ্গ হিল্লোলে চলে, অতি উতরোল,
প্রবল প্রবাহ বহে, কেবা দেখে টান,
যখন পাহাড়ে বৃষ্টি তখনই বান।
এ-কূল ও-কূল জলে পরিপূর্ণ হয়,
ভাসায়ে বালুকা-রাশি বেগেতে লেনয়,
প্লাবিত প্রান্তর, ক্ষেত্র করিয়া সকলে,
কতদূরে মিশে গিয়া জাহ্নবীর জলে।
দুই এক দিন পরে নিজ ভাব ধরে,
বালুকার মাঝে পুনঃ অবস্থিতি করে।
দু-ধারের শোভা কিবা! না দেখি সমান,
কোথায় "অচল" কোথা সুচারু উদ্যান,

জঙ্গলপুর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

কোথায় প্রান্তর, কোথা ক্ষেত্র শস্য-ময়,
নিউটনের অকূলে বসতি অতি শয় !

কোথায় "কৃত্রিম-সেতু",দেখিতে সুন্দর
অতুল বিস্তৃত "পুল" "নিউটন" উপর,
অক্ষ মহাস্তম্ভে গাঁথা, দৃঢ় অতিশয়,
উপরে বিচিত্র কার্য্য করা লৌহ-ময়,
দুই ধারে বারাণ্ডার শোভা আর কত
পদব্রজে যাইবার সেই দুই পথ,
মধ্যে "লৌহ-ময় পথ" রঙ্গে আবরণ,
"বাষ্পীয়-শকট" যায় করয়ে গমন।
উত্তরে স্তম্ভের ভাগ রহিয়াছে আর,
আরম্ভ আর এক পথ হইবার।
নিকটেই "ইষ্টেসন" অবস্থিত রয়,
নগো-পরি হতে, মরি! কিবা দৃষ্টি হয়!

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ

চৌ-দিকে সামান্য গৃহ তৃণ আচ্ছাদিত,
মধ্যে মাত্র ইষ্টেসন ইষ্টক নির্ম্মিত।

স্বাভাবিক, কৃত্রিম সৌন্দর্য্য দৃষ্টি করি
আনন্দ-হৃদয়ে ভ্রমি "অচল" উপরি,
নব নব দরশন করিয়া বেড়াই,
নব নব সুখ পাই যেই দিকে চাই,
যত দেখি ততই তো নব দরশনে
আশা হয় মনে, আর, আশা হয় মনে।

ক্রমে ক্রমে "দিনকর" হয়ে দীন-কর,
অচল হইয়া পড়ে "অচল*" উপর,

* অস্তাচল।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

ভ্রমণের পরিশ্রমে ক্রমশঃ ব্যথিত,
শ্রান্তি পরিহার তরে করে অবস্থিত।
আরক্ত অম্বর পরি বিরক্ত হইয়া,
বাসর গমন করে ধরা প্রাসরিয়া।
দিন-কর শেষ কর বৃক্ষ-বর শীরে,
শূন্য মাঝে পূর্ণ শোভা জলে যেন হীরে।
মন্দ মন্দ বহিয়া দক্ষিণ সমীরণ
"রজনীর" আগমন করে বিজ্ঞাপন।
ব্যস্ত বিহঙ্গম দিক্ দিগন্ত হইতে
নিজ নিজ নীড়ে যায় পুলকিত চিত্তে।
গোপাল, কৃষক আর মেষপাল গণ
নিজ নিজ বাসে আসে আনন্দিত মন।
ধরিল নবীন বেশ নবীনা "ধরণী",
পূর্ব্ব দিকে আসি দেখা দিলেক রজনী।

অমলগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

হেন কালে নামিলাম "অচল" হইতে,
উপত্যকা দিয়া যাই দেখিতে দেখিতে;
সঙ্গের সঙ্গীরা গিয়া অগ্রেতে আমার,
উপত্যকা উপরেতে খুঁজয়ে শিকার।
পূর্ব্বে এক ঘুঘু-রে মেরেছে যেই স্থানে,
"বন্দুক" করেছে পুনঃ গেল সেই খানে;
দেখে আর এক "ঘুঘু" রয়েছে তথায়,
সেই স্থানে বসে আছে, সেই "ঘুঘু" প্রায়;
বোধ হয় "দম্পতি" আছিল দুই জন,
প্রিয়ের মরণে, তাই চিন্তিল মরণ,
কিছু না করিল ভয় "বন্দুক" দেখিয়া,
যাচিয়া মরণ যেন লইল চাহিয়া,
প্রাণ-আধা প্রিয় গেল, কিসে আর জীবে?
এমন দাম্পত্য-স্নেহ নাহি কোন জীবে!

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

চির দিন শ্রবণে শুনিয়াছিনু এই—
ঘুঘু সম দাম্পত্য কাহার আর নেই,
প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত তার করি দরশন,
উঠিল " বিস্ময়-রস " উথলে তখন।

ইতর-জন্তুর এত দাম্পত্য প্রণয়
দেখেও কি শিখে নারে "নর" দুরাশয় ?
অভিমান করে মরে ছেড়ে প্রিয়জনে,
তিল আধ নাহি সুখ সদা দুঃখ মনে,
সর্ব্বদা না রয় প্রীতি, শুধু মনান্তর,
নিশ্বাস লাগিলে যেন গায়ে এসে জ্বর,
কলহ, বিবাদ এই বিপদ সদাই,
জ্বালায় জ্বলিয়ে মরে কার সুখ নাই.
প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, শঠতা আচার,
প্রণয়ের রীতি ইতি এই মতে সার।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ ;

যে মরিল সেমরিল কোথা তার শোকে
কাঁদিবার তরে কাছে, দেখাইয়া লোক ;
হায়, হায় ! এমন দুর্বার দুরাচার
ভুবনে "নরের" মত কেবা আছে আর !
ঈশ্বরের প্রতিনিধি এমন 'প্রণয়',
হেলায় করিল নষ্ট যত পাপাশয় !

ধন্য ধন্য পুণ্যবান কানন-কপোত !
দাম্পত্য-প্রণয় যত তোমাতে আলোত,
জগতে রাখিলে ভাল "প্রণয়ী" সুনাম,
প্রেম ভরে প্রেম করে হলে প্রেম-কাম,
বিহঙ্গম-কুল হলো তোমাতে উজ্জ্বল,
যথার্থ প্রেমীর মধ্যে তুমি হে কেবল,

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

প্রিয় শোক দুঃসহ বুঝিয়া বুঝি মনে,
মরিতে বসিলে মৃতপ্রিয়ের আসনে।
নর হস্তে প্রিয়-দেহ দেখিতে পাইলে,
নরেও স্পর্শিব পুনঃ, এই কি ভাবিলে।
জানাইলে ভাল ভাল "পীরিতি পদ্ধতি!"
প্রেমেতে মৃত্যু-রে না ডরিলে এক রতি!

হায়! রে দুরাত্ম "নর!" নির্দ্দয় হৃদয়
একবারে খেয়েছ কি ধর্ম্ম কর্ম্ম-ভয়?
মরিতে হবে না না কি ভাবিয়াছ স্থির?
যা-ইচ্ছা করিছ তাই নির্ভয় শরীর।
প্রিয়-শোকাতুর পক্ষী, বিরহেতে মরে,
তাহারে সংহার করো, কোন প্রাণ ধরে?

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ

তাহা মরি ! কেমনেতে "বন্দুক" আঘাত
করিয়া, সম্প্রতি তাঁরে মারিলে নিপাত ?

হায়, হায়, হায় ! বন-কপোত নন্দন !
মরিয়া নির্বাণ তুমি হইলে এখন !
হত-প্রিয় পার্শে তব মৃত কলেবর
রাখিয়া কি তুষ্টি তব হইল অন্তর ?
জীয়ন্তে একত্রে ছিলে, মোরেও রহিলে,
প্রণয় প্রমাণ তার প্রকাশ করিলে ।
ইহ লোকে অবহত হলে সুখী কায়,
পর-লোকে মুক্ত হবে পরেশ কৃপায়,
ভুঞ্জিবে পরম সুখ, থাকিবে সন্তোষে,
কিছু না হইবে ক্ষতি তথা, কার রোষে !

জয়নগর-গিরি-শিখরে পড়ি এক।

দুর্নীতি, অন্যায়-কারী, "দানব" দুর্ব্বার,
হিংসিতে তোমায় দুষ্ট না পারিবে আর ;
নিত্য-প্রেমে নিত্য নিত্য সুখী হয়ে রবে,
ভবের ভাবনা আর ভাবিতে না হবে ;
পাপ-মতি নিশাচর "নর" দুরাচার,
যেমন করিল কর্ম্ম, ফল পাবে তার ;

আকুল অন্তরে অতি, না সরে বচন,
অগত্যা, গৃহাভিমুখে করিনু গমন ;
উভয়ের সঙ্গে যাই ভৃত্যের সহিত,
কিছুতে নাহিক প্রীতি, ব্যাকুলিত চিত ।
"অচলের" তল দিয়া করিনু গমন,
হেন কালে হইল এক ভীষণ গর্জ্জন,

জনময় গিরি-শিখরোপরি জ্বলে

কত যে করুণা তব, বর্ণিতে কে পারে ?

হে !

করুণা নিধান

যেখানে যখন থাকি, যেদিকে ফিরাই আঁখি,

কেবল করুণা তব

দেখি সমুদয় ! ১

কি বা বহু জনাকীর্ণ নগর মাঝারে,

হে !

কোলাহল-ময়,

পরিসর রাজ-পথ, অট্টালিকা শত শত,

সকলে করুণা, তব,

বিলোকিত হয় ! ২

জলধর-গিরি-শিখরোপরি জল।

কি বা সুবিমল বনে, মধ্য কল-তারে,

হে !

তরু-বৃক্ষ-চয়,

চাঁদ ঘন ঘন গাছে, কিছু আলো নাহি আছে,

তোমার করুণা-জ্যোতি,

অতি উজ্জ্বল। ৩

কি বা অভ্র-ভেদী-উচ্চ অচল-শিখরে,

হে !

তুলনা না হয়,

মণ্ডিত তুষার-ময়, হেরিলে মানস-ময়,

মনোময় তব, বিভু,

করুণা উদয়। ৪

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

কিবা সুবিস্তীর্ণ অতি মহতি প্রান্তরে,

হে!

নিরুত্তর ময়,

রবি-ছবি থর-থর, হৃদয় প্রফুল্ল-কর,

করুণা তোমার তাই,

প্রকাশিত হয়! ৭

কিবা ঘন নীলাকার সাগর মাঝারে,

হে!

ধূমাকার-ময়,

তরঙ্গ-হিল্লোলে দোলে, জল-জন্তু কুম্ভি কোলে

প্রবল করুণা-বেগে,

সমীরণ বয়! ৮